২০১৯ শিক্ষাবর্ষে চাহিদার

শতভাগ বই মুদ্রণ শেষ

পাঠ্যপুস্তক উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন, উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছেছে ৩৪ কোটি ২১ লাখ বই

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন | ঢাকা , শুক্রবার, ২১ ডিসেম্বর ২০১৮

নারায়ণগঞ্জ : ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে বিতরণের জন্য সরকারের বিনামূল্যের বই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে তুলে দেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অহীন্দ্র কুমার মন্ডল -সংবাদ

নতুন শিক্ষাবর্ষে মোট চাহিদার ১০০ ভাগ পাঠ্যবই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহের কাজ শেষ হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত মোট ৩৫ কোটি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ৩৪ কোটি ২১ লাখ কপি বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করেছেন দেশি-বিদেশি ছাপাখানার মালিকরা। তবে আপদকালীন মজুদ অর্থাৎ ‘বাফার স্টক’র (মোট বইয়ের আড়াই শতাংশ) প্রায় ৮০ লাখ কপি বইয়ের মধ্যে ৫৯ লাখ কপি এখনও ছাপার বাকি রয়েছে, যেগুলোর মুদ্রণ কাজ চলমান রয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা গতকাল সংবাদকে বলেন, ‘প্রায় শতভাগ বই ছাপা ও বিতরণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাফার স্টকের কিছু বই ছাপার বাকি

রয়েছে; সেগুলোর ছাপার কাজও দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এখন আমরা বই উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছি।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেশব্যাপী যথারীতি পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করবে। এর আগে ২৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এরপর আগামী ১ জানুয়ারি থেকে নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে চার রঙ্গের নতুন পাঠ্যবই হাতে পাবে।

নতুন শিক্ষাবর্ষে দেশের চার কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে। এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট বইয়ের সংখ্যা ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ কপি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপাতে বিদেশি দুটিসহ মোট ৫৪টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপাতে দেশীয় ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দিয়েছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শঙ্কা থাকলেও নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেশের সব শিক্ষার্থী হাতে পাবে বিনামূল্যের পাঠ্যবই। ইতোমধ্যে দেশের সব জেলা ও উপজেলার স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চার রঙ্গের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে গেছে। মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের

তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবি'র সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পরিস্থিতি খুবই ভালো। বর্তমানে প্রায় শতভাগ বই উপজেলায়। এবারের বইয়ের কাগজ, কালি ও বাঁধাইয়ের মানও বেশ ভালো। ত্রুটি-বিচ্যুতিও কম।'

এনসিটিবি জানায়, প্রথমবারের মতো ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় রচিত ২য় শ্রেণীর ২৭ হাজার ৮৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৮৮ হাজার ৭১০ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও এবারই প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এনসিটিবি কর্তৃক ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম এবং ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণীর জন্য দুটি সম্পূরক কৃষিশিক্ষা এক লাখ ২৪ হাজার ২৬১ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে দেশের সব উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে সরবরাহ করা হয়।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের মোট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই ৬৮ লাখ ৫৬ হাজার ২০ কপি। আর প্রাথমিক স্তরের ৯ কোটি ৮৮ লাখ ৮২ হাজার ৮৯৯ কপি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার বই দুই লাখ ৭৬ হাজার ৭৮৪ কপি, ইবতেদায়ির দুই কোটি ২৫ লাখ ৩১ হাজার ২৮৩ কপি এবং দাখিলের তিন কোটি ৭৯ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৪ কপি ছাপানো হয়েছে।

মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন) স্তরের ১৮ কোটি ৫৩ হাজার ১২২ কপি এবং একই স্তরের ইংরেজি ভার্সনের ১২ লাখ ৪৭ হাজার ৮২৬ কপি বই ছাপানো হয়েছে।

এছাড়া কারিগরি শিক্ষা স্তরের ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৯৪৮ কপি, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের এক লাখ ৪৩ হাজার ৮৭৫ কপি, ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক পাঁচ হাজার ৮৫৭ কপি এবং সম্পূরক কৃষি (৬ষ্ঠ-৯ম) স্তরের এক লাখ ২৪ হাজার ২৬১ কপি বই ছাপানো হয়েছে।

এনসিটিবির সূত্র জানায়, মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) এবং এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের ছয় কোটি ৫১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬২ কপি বই ছাপার জন্য ৩৪০টি লটে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল।

মাধ্যমিক বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, ইবতেদায়ি, দাখিল, এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল এবং কারিগরি (ট্রেড বই) স্তরের ১৩ কোটি ৭৪ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫৫ কপি বই ছাপার জন্য ১৮৮টি লটে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল।